Government of the People's Republic of Bangladesh
Directorate General of Drug Administration
Aushadh Vaban
Mohakhali, Dhaka-1212, Bangladesh

১০/১০/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ ও মেডিক্যাল ডিভাইস বিষয়ে গণশুনানীর কার্যবিবরণী ঃ

Meeting Minutes		
	Chairperson	মেজর জেনারেল মোঃ মাহবুবুর রহমান, মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর।
	Date	১০/১০/২০১৯
	Time	বিকাল ৩:০০ ঘটিকা
	Venue	ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর-এর সম্মেলন কক্ষ
	Minutes Taken By	জনাব এস, এম, সাবরীনা ইয়াছমিন, ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঢাকা।
	Minutes Reviewed By	জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম, পরিচালক (চঃ দাঃ), ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর।

Attendees	**Enclosed**

Agenda	**No.**	**Meeting Topics**
	1.	মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ ও মেডিক্যাল ডিভাইস বিষয়ে বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট সমিতি, বাংলাদেশ আয়ুর্বেদিক মেডিসিন ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ হার্বাল মেডিসিন ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন, হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ইউনানী মেডিসিন ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যালস ইম্পোর্টার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর মেডিক্যাল ডিভাইস এন্ড সার্জিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার, বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট এন্ড হসপিটাল ইকুইপমেন্ট ডিলারস এন্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন এবং রেগুলেটরী অ্যাফেয়ার্স বাংলাদেশের সদস্যদের সাথে গণশুনানী।

Discussions and Decisions

No.	গণশুনানীতে উপস্থিত ব্যক্তিদের উত্থাপিত বিষয়	ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের বক্তব্য
১.	বাংলাদেশ আয়ুর্বেদিক মেডিসিন ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনের পক্ষ হতে বলা হয়, (ক) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর হতে ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যেন ইনভয়েসে ঔষধ উৎপাদনের এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ উলেণ্টখ থাকে যা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। (খ) সকল আয়ুর্বেদিক ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশ আয়ুর্বেদিক মেডিসিন ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনের সদস্য হওয়ার বিষয়ে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের উদ্যোগ নেয়ার কথা ছিল যা এখনো বাস্তবায়ন হয়নি। বাংলাদেশ আয়ুর্বেদিক মেডিসিন ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনের পক্ষ হতে আরও বলা হয়, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বাজার হতে প্রত্যাহার এবং ধ্বংস করে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরকে অবহিত করার জন্য সকল আয়ুর্বেদিক ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে বলেছেন এবং এ বিষয়ে মনিটরিং করছেন।	ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের পক্ষ হতে বলা হয়, (ক) সিদ্ধান্তটি সমিতির সকল সদস্যদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে নেওয়া হয়েছিল। (খ) বিভিন্ন সমিতির সদস্য হওয়ার জন্য বিভিন্ন রকম রেজিস্ট্রেশন ফি নেওয়া হয় এবং এ বিষয়ে অনেক অভিযোগও পাওয়া যায়। বিষয়টি নিয়ে পরবর্তীতে সমিতির সদস্যদের সাথে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর আলোচনা করবে।
২	মেসার্স নোভারটিস(বাংলাদেশ) লিঃ এর পক্ষ হতে জানতে চাওয়া হয় মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধের বিষয়ে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কোন গাইডলাইন বা পলিসি আছে কিনা।	ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের পক্ষ হতে বলা হয়,ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ সংরক্ষণ এবং ধ্বংসের বিষয়ে বেশ কিছু নির্দেশনা গণবিজ্ঞপ্তিসহ অফিসিয়াল পত্রের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও ঔষধ বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানকে জানান হয়েছে।

Scanned by CamScanner

	গণশুনানীতে উপস্থিত ব্যক্তিদের উত্থাপিত বিষয়	ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের বক্তব্য
৩	মেসার্স পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ এর পক্ষ হতে বলা হয়, ফার্মেসীর মালিকরা ইনভয়েস সংরক্ষণ করেনা আবার অনেক সময় মিডফোর্ড হতে ঔষধ কিনে যার ইনভয়েস থাকে না। ফলে সে সব ক্ষেত্রে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ রিপ্লেস করে দিতে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সমস্যা হয়।	ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের পক্ষ হতে বলা হয়, মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই ইনভয়েস দেখাতে হবে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের পক্ষ হতে ইনভয়েস সংরক্ষণের বিষয়ে ফার্মেসীর মালিকদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
৪	বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির পক্ষ হতে বলা হয়, ফার্মেসী মালিকদেরকে ঔষধ মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার ৩ (তিন) মাস আগেই তা সনাক্ত করতে হবে এবং উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে জানাতে হবে। ফার্মেসী মালিকদেরকে ঔষধ অবশ্যই বৈধ সোর্স হতে কিনতে হবে। প্রত্যেক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট ডিষ্ট্রিবিউশন এসওপি থাকে, যার মাধ্যমে তারা ঔষধ ফার্মেসীতে কোন চ্যানেলের মাধ্যমে ডিস্ট্রিবিউশন করবে তা বলা থাকে। অনেক ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সলিড বর্জ্য ধ্বংসের জন্য ইনসিনারেটর নেই, তাদেরকে থার্ড পার্টির মাধ্যমে সলিড বর্জ্য ধ্বংসের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ইনভয়েসে ব্যাচ নম্বর, ঔষধ উৎপাদনের এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ উল্লেখ থাকতে হবে। এ সমস্ত বিষয়াদি বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির পক্ষ হতে এলোপ্যাথিক ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে জানানো হয়েছে এবং তারা তা বাস্তবায়ন ও করছে। কিন্তু ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকেও এ বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে।	ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের পক্ষ হতে বলা হয়, মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ এর বিষয়ে সকল ঔষধ ও মেডিক্যাল ডিভাইস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে একই রকম নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে সকল ঔষধ ও মেডিক্যাল ডিভাইস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে একইভাবে কাজ করতে হবে।
৫	বাংলাদেশ ইউনানী মেডিসিন ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন ও হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনের পক্ষ হতে বলা হয়, এসোসিয়েশনের সদস্য হওয়ার বিষয়ে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের উদ্যোগ নেওয়া উচিত।	বিভিন্ন সমিতির সদস্য হওয়ার জন্য বিভিন্ন রকম রেজিস্ট্রেশন ফি নেয়া হয় এবং এ বিষয়ে অনেক অভিযোগও পাওয়া যায়। বিষয়টি নিয়ে পরবর্তীতে সমিতির সদস্যদের সাথে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর আলোচনা করবে।

মেজর জেনারেল মোঃ মাহবুবুর রহমান
মহাপরিচালক
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর।

Distribution:

No.	Name	Designation	Department	Address	Sign (if available)
1.					
2.					
3.					

Scanned by CamScanner